মামলার বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্য

বনাম

শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগাল্ডিহ এবং অন্যান্য

(২০২২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৮২৩৮)

সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৩

[বিচারপতিদ্বয় সঞ্জীব খান্না এবং অরবিন্দ কুমার]

হেডনোট

বিবেচনার জন্য ইস্যু: হাইকোর্টে আপিলকারী নং ২ - যুগ্ম সচিব, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ বা কার্যকর করার জন্য কোনো অনুমোদিত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়ে খারিজ করার আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দ্বারা পছন্দের আন্তঃ-আদালত আপিল। উত্তরদাতা নং ২-এর অনুকূলে একটি খনির ইজারা, উত্তরদাতা নং ১-এর একমাত্র মালিক - শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগাল্ডিহ।

খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ – ধারা ১০ - ক - খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০১৫ ছাড় বিধি, ২০১৬ – বিধি ৬১ এবং প্রভিসো - উত্তরদাতা নং ১ - পক্ষে একটি খনির ইজারা কার্যকর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ অফ বাগাল্ডিহ:

আদেশ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আপিলকারীদের অবস্থান, তারা প্রশ্নবিদ্ধ ২০.৮৭ একর জমির মালিক এবং এই পরিমাণে, খনির ইজারা কার্যকর করতে তাদের কোনও অসুবিধা নেই - এটি বিবৃত হওয়ার কারণে, যা নিশ্চিত করা হয়েছে, উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) বাগান্দিহ-এর শিল্প উক্ত এলাকার জন্য খনির ইজারা প্রদানে কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। সুতরাং, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরদাতা নং ১-এর অনুকূলে ২০.৮৭ একর জমির জন্য একটি খনির ইজারা কার্যকর করবে - ভারসাম্য এলাকার প্রতি উত্তরদাতা নং ১-এর দাবি খনির ইজারা মঞ্জুর করার জন্য প্রত্যাখ্যান এবং বরখাস্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। [প্যারা ২০ এবং ২২]

খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ - উপ-ধারা (১) থেকে ধারা ১০ - ক খনি ও খনিজ (উন্নয়ন এবং

রেগুলেশন) সংশোধনী আইন, ২০১৫ - সংশোধনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য - তিনটি ধরণের পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম বা সংরক্ষণ ধারাগুলির প্রয়োগ:

আদেশ অনুশারে: সংশোধনী আইন, ২০১৫ এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হল নিলামের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিত করা - এই কারণেই এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১০ - ক থেকে উপ-ধারা (১) বাধ্যতামূলক করে যে সমস্ত ১২.০১.২০১৫-এর আগে প্রাপ্ত আবেদনগুলি অযোগ্য হয়ে যাবে - ব্যতিক্রম বা সংরক্ষণ ধারাটি উপ-ধারা (২) থেকে এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১০ - ক-তে উল্লেখিত তিন ধরনের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য - প্রথম বিভাগ হল যেখানে একটি আবেদন গৃহীত হয়েছে ধারা ১১ - ক এমএমডিআর আইনের, ১৯৫৭ - দ্বিতীয় বিভাগটি হল যেখানে একটি রিকনেসান্স পারমিট বা একটি প্রসপেক্টিং লাইসেন্স পারমিট ধারককে দেওয়া হয়েছে বা লাইসেন্সধারীর একটি প্রসপেক্টিং লাইসেন্স পাওয়ার অধিকার রয়েছে যার পরে একটি খনির ইজারা রয়েছে এবং রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট যে পারমিট ধারক বা লাইসেন্স গ্রহীতা এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১০-ক থেকে উপ-ধারা (২) এর উপ-ধারা (i) থেকে (iv) ধারা (b) তে উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলেন – কারণ এই শ্রেণীর মামলাগুলিকে রক্ষা করার জন্য এই কারণে যে তারা রিকনেসান্স অপারেশন বা প্রসপেক্টিং অপারেশনে অর্থ ব্যয় করে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে - সেই অনুসারে, বৈধ প্রত্যাশার নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে - তৃতীয় বিভাগটি যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই তাদের সাথে যোগাযোগ করেছে পূর্ববর্তী অনুমোদন বা রাজ্য সরকার সংশোধনী আইন ২০১৫ কার্যকর হওয়ার আগে খনির ইজারা প্রদানের জন্য উদ্দেশ্য চিঠি জারি করেছিল - এতে দেখা যায় যে, সমস্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতির পাশাপাশি কিছু অধিকার এই আবেদনকারীদের কাছে জমা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইজারা কার্যকর করা বাকি আছে। [প্যারা ১৪]

খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ – খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০১৫ ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের একটি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছিল ডেপুটি সেক্রেটারি, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা ডলোমাইট খনির জন্য উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) বাগান্দিহের শিল্প ৭৬ একর জমির বিষয়ে, কিছু শর্ত সাপেক্ষে - কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন কি না:

বাগান্দিহ শিল্প

আদেশ অনুশারে : যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে, পোস্ট বিজ্ঞপ্তি নং এস.ও. ৪২৩ (ই) ১০.০২.২০১৫ তারিখে, ডলোমাইটকে একটি গৌণ খনিজ হিসাবে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল এবং তাই, ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের অনুদান আদেশের প্রয়োজনীয়তা সহ প্রাক-শর্তগুলির সাথে বোঝাপড়া করার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না৷ ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে প্রশ্নবিদ্ধ জমির মালিকদের (রায়ত) সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে, অথবা এই শর্তটি খসড়া ইজারাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এমন একটি শর্ত ছিল - তাই, ১৬.০৭ তারিখের মঞ্জুরি আদেশ .২০১৫ অস্থায়ী, এবং এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে। [প্যারা ১৬]

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ - উপ-ধারা (১০) থেকে ধারা ২ এবং উপ-ধারা (২ক) থেকে ধারা ৪ - রায়ত জমি - অর্থ - জমির ক্ষেত্রে রায়তের অধিকার :

আদেশ অনুশারে : রায়ত জমি চাষাবাদ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করতে হবে, খনির জন্য নয় - একবার খনির কার্যক্রম শুরু হলে রায়তরা জমি ব্যবহার করতে পারবে না - উপ-ধারা (১০) থেকে ধারা ২-এর পরিপ্রেক্ষিতে ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫, একটি রায়ত মানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোনো উদ্দেশ্যে জমি ধারণ করে - যাইহোক, ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৪ থেকে উপ-ধারা (২ক) অনুসারে জমির ক্ষেত্রে রায়তের অধিকার। রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তার জমি থেকে বালি উত্তোলন, খনন বা ব্যবহারের অনুমতি দেয় না, বা ইট বা টাইলস তৈরির জন্য তার জমিএর মাটি বা কাদামাটি খনন বা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না - শর্ত লঙঘনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, রায়তকে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং সুযোগ দেওয়ার পরে, আর্থিক জরিমানা ধার্য করতে পারে। [প্যারা ১৭]

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ - এস. ৪খ - জমির চরিত্র সংরক্ষণ:

আদেশ অনুসারে : ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৪ - খ স্থির করে যে প্রতিটি রায়ত যে কোনো জমির অধিকারী হবে এমনভাবে জমির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করবে যাতে এলাকাটি হ্রাস না পায় বা এর চরিত্র পরিবর্তন না হয় বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জমি রূপান্তরিত না হয়। কালেক্টরের লিখিত অনুমতি ছাড়া যে উদ্দেশ্যে এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল বা পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার চেয়ে। [প্যারা ১৭]

খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ - পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ - ধারা ১৪ ম - একটি অনুদান আদেশ

-

১৬.০৭.২০১৫ তারিখে ডেপুটি সেক্রেটারি, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাগান্ডিহ পক্ষে ডলোমাইট খনির জন্য জারি করা হয়েছিল। ৭৬ একর জমির বিষয়ে, কিছু শর্ত সাপেক্ষে, যার মধ্যে প্রশ্নে থাকা জমির মালিকদের সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে (রায়ত) সেখানে উল্লিখিত আরেকটি শর্ত ছিল অনুমতির প্রয়োজন। ১৪ - ম ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর প্রয়োজনীয় জমি ধারণ করার জন্য এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমির জন্য কনভার্সন সার্টিফিকেট সজ্জিত করার জন্য ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৪ - গ:

আদেশ অনুশারে : ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৪ - গ সম্পর্কিত বিতর্ক, শুধুমাত্র ডেপুটি জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসার দ্বারা জারি করা মেমো নং ভি/আরতিয়াই/৭৭৫/১৫ তারিখের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। পুরুলিয়া, রাজস্ব রেকর্ড অনুসারে জমিটি 'ডুংরি' হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল - কারণটি হল রায়ত জমি খনির জন্য নয় - এইভাবে, রায়ত জমি প্রদান এবং একই জমিকে 'ডুংরি' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করায় একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ' পরস্পরবিরোধী - আরও, উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা প্রাপ্ত প্রশ্নবিদ্ধ জমির মালিকদের (রায়ত) সম্মতিপত্রটি এখনও ভাল আছে কিনা তা প্রাসঙ্গিক হবে কারণ হস্তান্তর, উত্তরাধিকারের কারণে হাতের পরিবর্তন হতে পারে। এর সাথে সম্পর্কিত আইনগত সমস্যাগুলি - প্রথমত, ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি আদেশ জারির পরে উত্তরদাতা নং ১ তার অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন কিনা, কিন্তু বিধি ৬১ এর সুবিধা পাওয়ার জন্য রেয়াত বিধি, ২০১৬ কার্যকর করার আগে ছাড় বিধি, ২০১৬? - ঘটনাগুলি নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং তারপরে একাই বিচার করতে এবং প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে উত্তরদাতা নং ১ রেয়াত বিধি, ২০১৬ এর বিধি ৬১ এর বিধানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা - এটি যাচাই করা এবং নিশ্চিত করা হয়নি - ১৯৯৮ সালে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা দাখিল করা আবেদনটি এখনও সেই সময়ের মতোই ভাল থাকবে কিনা তা নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, যখন আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল - আরেকটি অসুবিধা হল যে ডব্লিউবিএমডিটিসিএল করা হয়নি। একটি পক্ষ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যদিও এটি সর্বদা উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা করা দাবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল - তবে, এই বিষয়গুলি সময় জারি করা নির্দেশের আলোকে পরীক্ষা করা হচ্ছে না - উপরন্তু, এই স্বতন্ত্র পয়েন্টে রিমান্ড আদেশ পাস করা যাবে না [প্যারা ১৮ এবং ১৯]

বাগান্দিহ শিল্প

উদ্ধৃতি এবং অন্যান্য রেফারেন্সের তালিকা

ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বনাম এস.এল. সীল, অতিরিক্ত সচিব (ইস্পাত ও খনি), ওড়িশা রাজ্য এবং অন্যান্য, (২০১৭) ২ এস সি সি ১২৫ : [২০১৬] ১১ এস সি আর ১৪৯ ; ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম ওড়িশা রাজ্য এবং অন্য , (২০১২) ৪ এস সি সি ২৪৬ : [২০১২] ৫ এস সি আর ১৬ ; সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহ আকরিক লিমিটেড বনাম কর্ণাটক রাজ্য , (২০১০) ১৩ এস সি সি ১ : [২০১০] ১১ এস সি আর ২৪০ ; ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বনাম রাজেশ ভার্মা , (২০১৪) ৫ এস সি সি ৫৫১ : [২০১৪] ৫ এস সি আর ৪৯৩ ; ঋষি কিরণ লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কান্ডলা পোর্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্যদের ট্রাস্টি বোর্ড, (২০১৫) ১৩ এস সি সি ২৩৩ : [২০১৪] ৫ এস সি আর ৪১১ ; রাজস্থান কোঅপারেটিভ ডেইরি ফেডারেশন লিমিটেড বনাম মহা লক্ষ্মী মিংরেট মার্কেটিং সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য, (১৯৯৬) ১০ এস সি সি ৪০৫ : [১৯৯৬] ৬ এস ইউ পি পি। এস সি আর ৩৬৮; থ্রেসিয়ামা জ্যাকব এবং অন্যান্য বনাম ভূতত্ত্ববিদ, খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং অন্যান্য, (২০১৩) ৯ এস সি সি ৭২৫: [২০১৩] ৭ এস সি আর ৮৬৩ - উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরিবর্তিত আদেশ এবং উপস্থিতি সহ অন্যান্য মামলার বিবরণ

দেওয়ানি আপীল এখতিয়ার: ২০২২ সালের দেওয়ানি আপীল নং ৮২৩৮

[২০১৭ সালের এফ এম পি নং ১৪৫৮-এ কলকাতা হাইকোর্টের ০৪.১০.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে]

উপস্থিতি:

আনন্দ গ্রোভার, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রীমতী মান্তিকা হরিয়ানি , শ্রেয়াস অবস্থি , মান্তিকা আস্থা শর্মা , আইনজীবী আপিলকারীদের জন্য।

ব্যক্তিগতভাবে উত্তরদাতা।

সুপ্রিম কোর্টের রায় / আদেশ

বিচার

বিচারপতি সঞ্জীব খান্না

এই আপিল, বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ব্যতিক্রম হয়, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা এফ.এম.এ-তে আন্তঃ-আদালতের আপিল পছন্দ করে নং ১৪৫৮

২০১৭-এর ক্যান নম্বর ৬৫৯৬-এর সঙ্গে ২০১৭-এর আবেদনকারী নং ২- যুগ্ম সচিব, শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তরদাতা নম্বরের অনুকূলে খনির ইজারা কার্যকর করার জন্য কোনও অনুমোদিত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়ে খারিজ করা হয়েছে। ২ - দীনেশ আগরওয়াল, উত্তরদাতা নং ১ - শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহএকমাত্র মালিক।

২. ঘটনাগুলি বরং চেক করা হয়, যদিও বিস্তারিতভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ০৭.০৮.১৯৮৫ তারিখে, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড[১] ডলোমাইট, চুনাপাথর এবং কোয়ার্টজাইট মৌজা - খরিদুয়ারা, কুমারী এবং বোচের প্লটে দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারা দেওয়ার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিল। খরিদুয়ারা, কুমারী, বোচ এবং কাঙ্গামেত্যা মৌজায় লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ এবং ফায়ারক্লে-এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারা দেওয়ার জন্য ডব্লিউবিএমডিটিসিএল দ্বারা একটি আবেদনও দায়ের করা হয়েছিল। ০৭.০৪.১৯৮৬ তারিখের অনুদান আদেশ ডব্লিউবিএমডিটিসিএল-এর পক্ষে সহকারী সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, খনি শাখা, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা জারি করা হয়েছিল।

২.১ ০৬.০৩.১৯৯৮ তারিখে, উত্তরদাতা নং ১ - শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহ। খনির আধিকারিক-ইন-চার্জ, পুরুলিয়া জোন, খনি ও খনিজ অধিদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গের কাছে ৭৬ একর মৌজা খরিদুয়ারা, কুমারী এবং বোচ-এ ডলোমাইট উত্তোলনের উদ্দেশ্যে খনির ইজারা দেওয়ার জন্য একটি আবেদন জমা দিয়েছিল। জমি।

২.২ উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ খনির ইজারা দেওয়ার জন্য তাদের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য ২০০১ সালের কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ৭৮০৮ (ডব্লিউ) দায়ের করে। হাইকোর্ট ১৩.০৬.২০০১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, রাজ্য কর্তৃপক্ষকে উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্দিহের আবেদন নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় প্রাথমিক তারিখে এবং আইন অনুযায়ী।

২.৩ যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩.০৩.২০০৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ বাগান্দিহ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন জমি না পাওয়ায় ডব্লিউবিএমডিটিসিএল এর আগের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। ২৬.০৩.২০০৩ তারিখের আরেকটি আদেশের মাধ্যমে, যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ পুনরুক্ত করেছেন যে খনির আবেদন

১ সংক্ষেপে, ডব্লিউবিএমডিটিসিএল ।

বাগান্দিহ শিল্প [বিচারপতি সঞ্জীব খান্না]

উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পগুলি ডব্লিউবিএমডিটিসিএল দ্বারা পূর্ববর্তী আবেদনে আবেদন করা এলাকার সাথে ওভারল্যাপ করে। উত্তরদাতার আবেদন নং ১ - শরবশ্রী বাগান্দিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ সেই অনুযায়ী প্রত্যাখ্যাত হয়।

২.৪ সংক্ষুব্ধ, উত্তরদাতা নং ১ - শারবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ ২০০৩ সালের ১৩.০৩.২০০৩ এবং ১৩.০৩.২০০৩ তারিখের যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গের দেওয়া আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে রিট আবেদন নং ৭৫০৫ (ডবলু) দায়ের করেছিল। উল্লিখিত রিট আবেদনের মুলতুবি থাকাকালীন, যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বোক্ত আদেশগুলি পর্যালোচনা করেন এবং ডব্লিউবিএমডিটিসিএল এবং উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহ -এর মধ্যে জমি বন্টনের জন্য ১৩.১০.২০০৬ তারিখে একটি নতুন আদেশ পাস করেন । এই আদেশে বলা হয়েছে যে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য ২৪.০৫.২০০৬ এবং ১৯.০৬.২০০৬ তারিখে দুটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তারপরে ১৯.০৬.২০০৬ তারিখের শুনানিতে, ডব্লিউবিএমডিটিসিএল এর প্রতিনিধি এবং উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজের বাগানডিহ এর উপস্থিতিতে। উত্তরদাতা নং-১- শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পকে বাগান্দিহের ৭৬ একর খনির পুরো এলাকা মঞ্জুর করা হবে এবং বাকি এলাকার জন্য ডব্লিউবিএমডিটিসিএল -এর অনুকূলে ইজারা দেওয়া হবে। উল্লিখিত আদেশে অন্য কোনো কারণ উল্লেখ ও নির্দেশ করা হয়নি। এইভাবে, ১৩.০৩.২০০৩ এবং ২৬.০৩.২০০৩ তারিখের আদেশগুলি উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী আবেদন প্রত্যাখ্যান করে৷ বাগানডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ২৬.১০.২০০৬ তারিখের অভিপ্রায় পত্রটি উত্তরদাতা নং ১ – শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহের পক্ষে জারি করা হয়েছিল৷ ৭৬ একর জমির জন্য বিভিন্ন নথি পূরণ/দাখিল করা সাপেক্ষে, যার মধ্যে প্রধান খনির আধিকারিক, আসানসোল এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট যথাযথভাবে অনুমোদিত মাইনিং প্ল্যানের অনুমোদন সহ, ভারত সরকার।

২.৫ যাইহোক, ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশটি ০৩.১২.২০১০ তারিখের যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, খনি শাখা, পশ্চিমবঙ্গ, দ্বারা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যা রেকর্ড করে যে এই আদেশটি সঠিক অবস্থান নিশ্চিত না করেই পাস করা হয়েছিল। জমি এবং এই সত্য যে ১৩.০৩.২০০৩ এবং ২৬.০৩.২০০৩ তারিখের প্রত্যাখ্যান আদেশগুলি ইতিমধ্যে ২০০৩ সালের রিট আবেদন নং ৭৫০৫ (ডাবলু) এ হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ স্ট্যাটাস নিশ্চিত করেনি।

মামলার ০৩.১২.২০১০ তারিখের বাতিল বা প্রত্যাহার আদেশ উত্তরদাতাদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি৷

২.৬ ০৩.১২.২০১০ তারিখের এই আদেশটিও হাইকোর্টের নজরে আনা হয়নি, যখন ২০০৩ সালের রিট আবেদন নং ৭৫০৫ (ডাবলু) ২৫.০৩.২০১৪ তারিখের প্রাক্তন পক্ষের আদেশের নিষ্পত্তি করা হয়েছিল উত্তরদাতা নং ১ - শরবাশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ, যা ১৩.১০.২০০৬ তারিখের প্রত্যাহার আদেশের কথা উল্লেখ করেছিল। হাইকোর্টের এই আদেশে বলা হয়েছে যে ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে ইজারা বা লাইসেন্স দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত - শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) বাগান্দিহের শিল্পগুলিকে আট সপ্তাহের মধ্যে নেওয়া হবে এবং উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রীবাগানডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পকে সে অনুযায়ী অবহিত করা হবে। এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে অনুদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আইনের ভিত্তিতে এবং বিবেচনার সময় প্রযোজ্য বিধি।

২.৭ ০৯.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক পাসকৃত আবেদনটি উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ দায়ের করা হয়েছে ডাব্লুবিএমডিটিসিএল-এর দায়ের করা আগের আবেদনের উপর নির্ভর করে অন্যভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৩.০৩.২০০৩ এবং ২৬.০৩.২০০৩ তারিখের দুটি প্রত্যাখ্যান আদেশ যুগ্ম সচিব তার ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাহার করেছিলেন। এই আদেশটি সেই সত্যকেও নির্দেশ করে যে ০৭.০৪.১৯৮৬ তারিখের ডব্লিউবিএমডিটিসিএল -কে লোহা আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ এবং ফায়ারক্লে-এর জন্য মঞ্জুরি আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং ডলোমাইট এবং চুনাপাথরের জন্য ডব্লিউবিএমডিটিসিএল দ্বারা দায়ের করা দীর্ঘ মেয়াদী খনির ইজারার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ২৪.০৯.২০০৯ তারিখের একটি সাধারণ আদেশ দ্বারা। ২৪.০৯.২০০৯ তারিখের আদেশটি রেকর্ডে রাখা হয়নি, যদিও এটি ডব্লিউবিএমডিটিসিএল -এর পক্ষে বাতিল এবং প্রত্যাখ্যানের কারণগুলি নিশ্চিত করা এবং জানা প্রয়োজন৷ ডব্লিউবিএমডিটিসিএল আগে সময়ে আবেদন করেছিল, এবং এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ। ০৯.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশটি নির্দেশ করে যে ডব্লিউবিএমডিটিসিএল এর বিরুদ্ধে বাতিলকরণ এবং প্রত্যাখ্যান উত্তরদাতা নং ১ - শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ বাগান্ডিহ, এর সাথে কিছু করার আছে। এবং সম্ভবত ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশ উত্তরদাতা নং ১ - শরবাশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহ পক্ষে। এটি ০৯.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশে প্রদত্ত কারণ থেকে প্রতিফলিত হয়েছে, যা বলে যে যেহেতু ১৩.১০.২০০৬ তারিখের প্রত্যাহার আদেশটি তারিখের আদেশের মাধ্যমে বাতিল বা প্রত্যাহার করা হয়েছিল

০৩.১২.২০১০, ১৩.০৩.২০০৩ এবং ২৬.০৩.২০০৩ তারিখের প্রত্যাখ্যান আদেশগুলি এখনও বৈধ ছিল এবং ডলোমাইট এবং চুনাপাথরের জন্য ডব্লিউবিএমডিটিসিএল দ্বারা ০৭.০৮.১৯৮৫ তারিখের খনির ইজারার আবেদন এখনও টিকে আছে৷ অতঃপর, ০৯.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে উপ-ধারা (২) থেকে ১১২ খনির ধারায়

---

২ **১১. নির্দিষ্ট ব্যক্তির পছন্দের অধিকার –** (১) যেখানে একটি রিকনেসান্স পারমিট অথবা যে কোনো জমির ক্ষেত্রে প্রসপেক্টিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, পারমিট ধারক বা লাইসেন্সধারীর একটি প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকারমূলক অধিকার থাকবে, যেমনটি হতে পারে, সেই জমির ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তির উপর:

তবে শর্ত থাকে যে রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট যে পারমিট ধারক বা লাইসেন্সধারী, ক্ষেত্রমত, -

(ক) এই ধরনের জমিতে খনিজ সম্পদ স্থাপনের জন্য, ক্ষেত্রমত, পুনঃজাগরণের অভিযান বা প্রসপেক্টিং অপারেশন গ্রহণ করেছেন;

(খ) রিকনেসান্স পারমিট বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্সের শর্তাবলীর কোন লঙ্ঘন করেনি;

(গ) এই আইনের বিধানের অধীনে অযোগ্য হয়ে পড়েনি; এবং

(ঘ) প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হননি, যেমনটি হতে পারে, রিকনেসান্স পারমিট বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে, যেমনটি হতে পারে, বা পরবর্তী সময়ের মধ্যে উল্লিখিত সরকার দ্বারা প্রসারিত. (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, যেখানে রাজ্য সরকার অফিসিয়াল গেজেটে রিকনেসান্স পারমিট বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা প্রদানের জন্য এলাকাটি বিজ্ঞাপিত করেনি, যেমনটি হতে পারে, এবং দুই বা তার বেশি ব্যক্তিরা এই ধরনের এলাকার যেকোন জমির ক্ষেত্রে রিকনেসান্স পারমিট, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারার জন্য আবেদন করেছেন, যে আবেদনকারীর আবেদন আগে গৃহীত হয়েছিল, তার রিকনেসান্স পারমিট, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা দেওয়ার জন্য বিবেচনা করার একটি অগ্রাধিকার অধিকার থাকবে। , ক্ষেত্রমত, আবেদনকারীর উপর যার আবেদন পরে গৃহীত হয়েছিল: তবে শর্ত থাকে যে যেখানে একটি এলাকা পুনঃতফসিল অনুমতি, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা প্রদানের জন্য উপলব্ধ রয়েছে, যেমনটি হতে পারে, এবং রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদনগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে৷ এই ধরনের পারমিট, লাইসেন্স বা ইজারা দেওয়ার জন্য সরকারী গেজেটে, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন এবং এই ধরনের এলাকার জমিগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে গৃহীত আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এই উপধারার অধীনে অগ্রাধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে একই দিনে প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে৷ আরও শর্তসাপেক্ষে যে একই দিনে এই ধরনের কোনো আবেদন গৃহীত হলে, রাজ্য সরকার, উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে, ক্ষেত্রমত, রিকনেসান্স পারমিট, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা প্রদান করতে পারে। , আবেদনকারীদের মধ্যে একজনের কাছে এটি উপযুক্ত মনে করতে পারে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত বিষয়গুলি নিম্নরূপ: -

(ক) আবেদনকারীর দখলে থাকা ক্ষেত্রমত, রিকনেসান্স অপারেশন, প্রসপেক্টিং অপারেশন বা মাইনিং অপারেশন সম্পর্কে কোন বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা;

(খ) আবেদনকারীর আর্থিক সম্পদ;

(গ) কারিগরি কর্মীদের প্রকৃতি এবং গুণমান নিয়োগ করা বা আবেদনকারী দ্বারা নিযুক্ত করা হবে;

(ঘ) খনিজগুলির উপর ভিত্তি করে খনিতে এবং শিল্পে আবেদনকারী যে বিনিয়োগের প্রস্তাব করেন;

(ঙ) অন্যান্য বিষয় যেমন নির্ধারিত হতে পারে।

এবং খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭[৩], যা বলে যে রাজ্য সরকার যে ক্ষেত্রে সরকারি গেজেটে রিকনেসান্স পারমিট, খনির ইজারার জন্য সম্ভাব্য লাইসেন্স, এবং দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আবেদন করেছিল পারমিট, লাইসেন্স বা খনির ইজারা, যে ব্যক্তির আবেদনটি সময়ের আগে গৃহীত হয়েছে, সেই ব্যক্তির কাছে অনুমতি, লাইসেন্স বা ইজারা দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকারমূলক অধিকার থাকবে যার আবেদন পরে গৃহীত হয়েছে৷ আদেশে বলা হয়েছে যে ডাব্লুবিএমডিটিসিএল এই এলাকায় ডলোমাইট এবং চুনাপাথর খনন করতে খুব আগ্রহী এবং ০৫.০৬.২০১৪ তারিখের চিঠির মাধ্যমে উক্ত সত্যটি নিশ্চিত করেছে৷

২.৮ উত্তরদাতা নং ১ শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ ০৯.০৭.২০১৪ তারিখের যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক গৃহীত আদেশকে ২০১৪ সালের রিট পিটিশন নং ২১৩৫৮ (ডাবলু) কলকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই পিটিশনটি ১০.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যাতে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে যুগ্ম সচিব, যিনি ০৯.০৭.২০১৪ তারিখের আদেশটি পাস করেছিলেন তিনি তার উপর অর্পিত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ ডব্লিউবিএমডিটিসিএল দ্বারা দায়েরকৃত আবেদনগুলি ২৪.০৯.২০০৯ তারিখের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং তাই মুলতুবি ছিল না. উত্তরদাতা নং ১ – শরবাশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ বাগান্দিহ ৭৬ একর জমির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী লিজ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল পর্যবেক্ষণ করে যে উত্তরদাতার রায়টি মর্যাদা ছিল এবং অবশিষ্ট জমি ডব্লিউবিএমডিটিসিএল -কে দেওয়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে এই আদেশটি রেকর্ড করে যে সম্পর্কিত ফাইলগুলি

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, যেখানে রাজ্য সরকার সরকারি গেজেটে রিকনেসান্স পারমিট, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা প্রদানের জন্য একটি ক্ষেত্র অবহিত করে, ক্ষেত্রমত, প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়কাল, যা ত্রিশ দিনের কম হবে না, একই সাথে বিবেচনা করা হবে যেন এই ধরনের সমস্ত আবেদন একই দিনে গৃহীত হয়েছে এবং রাজ্য সরকার, উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে) , আবেদনকারীদের মধ্যে যেকোন একজনকে রিকনেসান্স পারমিট, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা প্রদান করতে পারে, যেমনটি উপযুক্ত মনে করতে পারে৷

(৫) উপ-ধারা (২) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কিন্তু উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, রাজ্য সরকার, রেকর্ড করার জন্য কোনো বিশেষ কারণে, একটি পুনঃজাগরণের অনুমতি, প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির অনুমতি দিতে পারে। ইজারা, ক্ষেত্রমত, এমন একজন আবেদনকারীকে যার আবেদন পরে গৃহীত হয়েছিল এমন একজন আবেদনকারীকে যার আবেদন আগে গৃহীত হয়েছিল:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম তফসিলে উল্লিখিত খনিজগুলির ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার অধীনে কোনও আদেশ দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া হবে৷

৩ সংক্ষেপে, 'এম এম দি আর আইন, ১৯৫৭'

ডব্লিউবিএমডিটিসিএল-এর আবেদন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ডব্লিউবিএমডিটিসিএলকে উক্ত রিট আবেদন পক্ষ করা হয়নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, ডব্লিউবিএমডিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি, প্রযোজ্য নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের আগে হওয়ায় অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেখানে উত্তরদাতা নং ১ - শরবাশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প দ্বারা দায়েরকৃত আবেদনটি ১৩.০৩.২০০৩ এবং ২৬.০৩.২০০৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। যাইহোক, প্রত্যাখ্যান আদেশগুলি ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং ২৬.১০.২০০৬ তারিখের অভিপ্রায় পত্রটি উত্তরদাতা নং ১ – শরবাশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহ পক্ষে জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ১৩.১০.২০০৬ তারিখের অনুদান আদেশ উত্তরদাতা নং ১ - পক্ষে ১৩.১২.২০১০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাতিল করা হয়েছিল এবং প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ১৩.১২.২০১০ তারিখের এই আদেশটি কখনই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং চূড়ান্ত হয়েছে। এটি ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশ এবং ১৩.১২.২০১০ তারিখের আদেশের মধ্যে সময়কালে যে ডব্লিউবিএমডিটিসিএল -এর অনুরোধ/আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং ২৪.০৯.২০০৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খনির ইজারা বাতিল করা হয়েছিল।

২.৯ ১০.০২.২০১৫ তারিখে, বিজ্ঞপ্তি নম্বর S.O. ৪২৩ (E) , ডলোমাইট একটি গৌণ খনিজ হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, এবং সেই অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক এখতিয়ারের অধীনে পড়ে।

২.১০ ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের একটি অনুদান আদেশ উত্তরদাতা নং ১ – শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহ পক্ষে ডলোমাইট খনির জন্য উপসচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা জারি করা হয়েছিল। ৭৬ একর জমির বিষয়ে, কিছু শর্ত সাপেক্ষে, যার মধ্যে ইজারা দলিল সম্পাদনের আগে প্রশ্নে থাকা জমির মালিকদের (রায়ত) সম্মতিপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজন, বা এর জন্য একটি শর্ত। প্রভাব খসড়া ইজারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে. সেখানে উল্লিখিত আরেকটি শর্ত হল পশ্চিমের ধারা ১৪ - এম এর অধীনে অনুমতির প্রয়োজন।

(৪) ১৪ - এম রায়ত কর্তৃক ভবিষ্যতে জমি অধিগ্রহণের সীমাবদ্ধতা। - যদি কোন সময়ে, এই অধ্যায়ের বিধানগুলি শুরু হওয়ার পরে, রায়তের মালিকানাধীন মোট জমির ক্ষেত্রটি ১৪ - এম ধারার অধীনে তার জন্য প্রযোজ্য সিলিং এলাকা অতিক্রম করে, হস্তান্তর, উত্তরাধিকার বা অন্যথায়, ক্ষেত্রফল যে জমিটি সিলিং ক্ষেত্রফলের চেয়ে বেশি সেগুলি রাজ্যের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং এই অধ্যায়ের সমস্ত বিধান সিলিং এলাকা সম্পর্কিত এই ধরনের জমিতে প্রযোজ্য হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পশ্চিমবঙ্গ শহর ও দেশ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৭৯-এর বিধান অনুসারে চা বাগান, কল, কারখানা বা কর্মশালা, গবাদি পশু প্রজনন খামার, হাঁস-মুরগির খামার, বা ডেইরি, বা টাউনশিপ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি। লিখিতভাবে, রাজ্য সরকারের এবং এই ধরনের শর্তে পূর্বের অনুমতি নিয়ে

বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৫৫[৫] ডব্লিউবিএলআর অ্যাক্ট, ১৯৫৫ এর ধারা ৪ - সি [৬] এর শর্তে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমির প্লটগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমি ধারণ এবং রূপান্তর শংসাপত্র সজ্জিত করার জন্য। এটি আরও বলা হয়েছে যে মঞ্জুরি আদেশ এবং পরবর্তী সম্পাদন ইজারা দলিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনাপত্তি শংসাপত্রের সাপেক্ষে যেহেতু ১০.০৯.২০১৪ তারিখের হাইকোর্টের আদেশের সময় ডলোমাইট একটি প্রধান খনিজ ছিল৷

২.১১। ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের অনুদান আদেশে বর্ণিত শর্তাবলী এবং প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সংক্ষুব্ধ, উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী বাগান্দিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ ডব্লিউপিতে দুটি অবমাননার আবেদন দায়ের করেছে।

এবং শর্তাবলী এবং রাজ্য সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত, অধিগ্রহণ এবং ধারা ১৪ - এম এর অধীনে তার জন্য প্রযোজ্য সিলিং এলাকার বেশি জমি ধারণ করতে পারে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি এই ধরনের ব্যক্তি, রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে, এই ধরনের অনুমতির তারিখের দুই বছরের মধ্যে এই ধরনের জমি ব্যবহার না করে যে উদ্দেশ্যে তাকে রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও ধারণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাহলে , সিলিং এলাকা সম্পর্কিত এই অধ্যায়ের সমস্ত বিধান ১৪ - এম ধারার অধীনে প্রযোজ্য সিলিং এলাকার চেয়ে বেশি জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে৷

ব্যাখ্যা। এই ধারার উদ্দেশ্যের জন্য, "ব্যক্তি" বলতে একজন ব্যক্তি, একটি ফার্ম, একটি কোম্পানি, একটি প্রতিষ্ঠান, বা একটি সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক।

(৫) সংক্ষেপে, 'ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫'

(৬) ৪ - সি। এলাকা, চরিত্র বা জমির ব্যবহার পরিবর্তনের অনুমতি।— (১) যে কোনো জমির অধিকারী রায়ত কালেক্টরের কাছে এই ধরনের জমির এলাকা বা চরিত্র পরিবর্তনের জন্য অথবা যে উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারে। এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল বা আগে ব্যবহার করা হয়েছিল বা এই জাতীয় জমির ব্যবহারের পদ্ধতিতে পরিবর্তনের জন্য।

(২) এই ধরনের আবেদন প্রাপ্তির পর, কালেক্টর, নির্ধারিত তদন্তের পর এবং আবেদনকারী বা এই ধরনের জমিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে, লিখিত আদেশ দ্বারা হয় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আবেদন বা নির্দেশিত এই ধরনের পরিবর্তন, রূপান্তর বা পরিবর্তন, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত শর্তাবলীতে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে পরিবর্তন, রূপান্তর বা পরিবর্তন নির্দেশকারী প্রতিটি আদেশে সেই তারিখটি উল্লেখ করতে হবে যে তারিখ থেকে এই ধরনের পরিবর্তন, রূপান্তর বা পরিবর্তন কার্যকর হবে৷

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীনে পরিবর্তন, রূপান্তর বা পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের একটি অনুলিপি, বা তার থেকে একটি আপীলে তিনি ধারা ৫০ বা ধারা ৫১-এ উল্লেখিত রাজস্ব অফিসারের কাছে প্রেরণ করবেন। , ক্ষেত্রমত, এবং এই ধরনের রাজস্ব অফিসার এই ধরনের আদেশ দ্বারা প্রভাবিত রেকর্ড-অব-অধিকারের পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং এই আদেশ অনুসারে রেকর্ড-অব-অধিকার সংশোধন করবেন।

(৫) কালেক্টর যদি সন্তুষ্ট হন যে কোন জমি যে উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল বা পূর্বে ধারণ করা হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আহবান করা হচ্ছে, বা এই জাতীয় জমির ব্যবহার বা পরিবর্তনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে উক্ত ভূমির এলাকা বা চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি আদেশ দ্বারা রায়তকে উক্ত আইন থেকে বিরত রাখতে পারেন।

২১৩৫৮ (ডাবলু) of ২০১৪। এই অবমাননার আবেদনগুলি অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এই পর্যবেক্ষণে যে উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পগুলিকে ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৪ - গ এর অধীনে রূপান্তর শংসাপত্র এবং ভারত সরকারের নো আপত্তি সার্টিফিকেট প্রদান সহ শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। তাই আদালত দেখেছে যে ১০.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশের কোন ইচ্ছাকৃত, বা আপত্তিজনক লঙঘন হয়নি। যাইহোক, উত্তরদাতা নং ১ - শারবশ্রী স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি আদেশকে প্রশ্ন করার জন্য বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প।

২.১২। উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রীবাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প তখন কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ২০১৬ সালের রিট পিটিশন নং ২০৩০৯ (ডাবলু) পছন্দ করে। তবে, ডব্লিউবিএমডিটিসিএল এই রিট আবেদনের পক্ষ ছিল না। ইতিমধ্যে, উপসচিব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গের দ্বারা একটি স্পষ্টীকরণ চাওয়া হয়েছিল এবং ২৬.০৮.২০১৬ তারিখে ভারত সরকার, খনি মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে ১০.০২.২০১৫ এর আগেও ডলোমাইট এটি একটি অ-নির্ধারিত প্রধান খনিজ ছিল, যার জন্য এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭ এর ধারা ৫ থেকে উপ-ধারা (১) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না।

২.১৩ ১২.০৪.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে ২০১৬ সালের এই রিট পিটিশন নং ২০৩০৯ (ডাব্লু) অনুমোদন করা হয়েছে যাতে দেখা যায় যে ১০.০২.২০১৫ থেকে ডলোমাইট একটি গৌণ খনিজ হয়ে উঠেছে এবং তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি নেই এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ৫ (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয়। ডাবলু বি এল আআর আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ১৪-ম এবং ৪-গ-এর অধীনে প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে, দেখা যায় যে প্রশ্নে থাকা জমিটি 'ডুংরি' হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ০৬.০৩.২০১৭ তারিখের মেমো নং ভি/আর টি আই/৭৭৫/১৫-এর মাধ্যমে পুরুলিয়ার ডেপুটি জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে এবং ডুংরি' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা জমিটি শুধুমাত্র খনির ইজারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং এইভাবে, সেখানে ডাবলু বি এল আআর, আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৪ - গ এর অধীনে একটি রূপান্তর শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। ০৭.০৪.২০১৬ তারিখের স্পষ্টীকরণ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, পুরুলিয়ার দ্বারা জারি করা হয়েছিল, উল্লেখ করে যে উত্তরদাতা নং ১ - শরবাশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বিভিন্ন মালিকের কাছ থেকে রায়তি জমির বড় অংশের বিষয়ে একটি অনাপত্তি শংসাপত্র সংগ্রহ করেছিল এবং রাজ্য সরকার নিজেই এর মালিক।

২০.৮৭ একর জমি, এইভাবে ডাবলু বি এল আআর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ১৪ - গ উত্তরদাতা নং ১ – শারবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পগুলি হিসাবে প্রযোজ্য হবে না। ডাবলু বি এল আআর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ১৪ - এম এর অধীনে নির্ধারিত অতিরিক্ত সিলিং সীমাতে জমি অধিগ্রহণ করেনি।

২.১৪। এই রায়কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একটি আন্তঃ-আদালতে আপিল করে এফ.এম.এ. ২০১৭ সালের ক্যান নং ৬৫৯৬ সহ ২০১৭ সালের ১৪৫৮ নং যা ০৪.১০.২০১৮ তারিখের অপ্রীতিকর রায়ের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছে৷ একক বিচারকের নথিভুক্ত ফলাফলের সাথে একমত, ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গ মাইনর মিনারেল কনসেশন রুলস, ২০১৬৭ এর বিধানগুলি উত্তরদাতা নং ১ – শারবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ হিসাবে প্রযোজ্য হবে না। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে আবেদন করেছিল, এবং আরও তাই যুগ্ম সচিব হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার খনির ইজারা দেওয়ার জন্য ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশটি পাস করেছিল। ১০.০৯.২০১৪ তারিখের রায়ের মাধ্যমে ২০১৪ সালের রিট পিটিশন নং ২১৩৫৮ (ডাবলু) এ প্রদত্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা কনসেশন রুলস, ২০১৬ কার্যকর হওয়ার আগে।

৩. আমরা শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং উত্তরদাতা নং ২ - দীনেশ আগরওয়াল, যিনি ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়েছেন৷ তারা তাদের লিখিত দাখিলও করেছেন।

৪. আমরা প্রথমে কনসেশন রুলস, ২০১৬ এর নিয়ম ৬১ উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শুরু করি, যা নিম্নরূপ:

" ৬১. পুনঃশ্রেণীবদ্ধ প্রধান খনিজগুলির আবেদনগুলি সহ খনির ইজারার জন্য মুলতুবি থাকা গৌণ খনিজ আবেদনগুলির অযোগ্যতার ঘোষণা৷- এস ও নম্বর- ৪২৩ (ই) তারিখ ১২০১, ১২৫ তারিখে এস ও নং- ৪২৩-এর মাধ্যমে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ গৌণ খনিজ সহ গৌণ খনিজগুলির খনির ইজারার জন্য সমস্ত আবেদন প্রদানের পূর্বে প্রাপ্ত - এই বিধির প্রভাব নির্বিশেষে এটির পেন্ডেন্সির সময়কাল অযোগ্য হয়ে যাবে৷

তবে শর্ত থাকে যে যদি আবেদনকারীকে একটি গ্রান্ট অর্ডার বা লেটার অফ ইনটেন্ট (LOI) বা অন্য কোন সরকারী আদেশ জারি করা হয় যাতে আবেদনকারীর অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তবে তার খনির ইজারা আবেদনটি সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যথাযথভাবে মেনে চলার পরে বিবেচনা করা যেতে পারে "

৭ সংক্ষেপে, 'কনসেশন রুলস, ২০১৬'।

৫. খনি ও খনিজ পদার্থ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০১৫৮-এর ধারা ১০-ক অন্তর্ভুক্ত করে এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এ প্রায় সংশ্লিষ্ট সংশোধন করা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ:

১০ - ক। বিদ্যমান রেয়াত ধারক এবং আবেদনকারীদের অধিকার। - (১) খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০১৫ শুরু হওয়ার তারিখের আগে প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন অযোগ্য হয়ে যাবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই , খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন , ২০১৫ –

(ক) ধারা ১১ - ক এর অধীনে প্রাপ্ত আবেদনগুলি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে এবং তারিখ থেকে নিম্নলিখিতগুলি যোগ্য থাকবে৷ এই আইনের;

(খ) যেখানে খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০১৫ শুরু হওয়ার আগে কোনও খনিজ জমির জন্য একটি পুনঃতফসিল অনুমতি বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে, পারমিট ধারক বা লাইসেন্সধারীর অধিকার থাকবে খনির ইজারা দ্বারা অনুসৃত একটি প্রসপেক্টিং লাইসেন্স প্রাপ্ত করা, বা একটি খনির ইজারা, ক্ষেত্রমত, সেই জমিতে সেই খনিজটির বিষয়ে, যদি রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট হয় যে পারমিট ধারক বা লাইসেন্স গ্রহীতা, ক্ষেত্রমত, -

(১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরামিতি অনুসারে এই ধরনের জমিতে খনিজ উপাদানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ক্ষেত্রমত, পুনরুদ্ধার অভিযান বা প্রসপেক্টিং অপারেশন গ্রহণ করেছে;

(২) রিকনেসান্স পারমিট বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্সের শর্তাবলীর কোনো লঙ্ঘন করেনি;

(৩) এই আইনের বিধানের অধীনে অযোগ্য হয়ে পড়েনি; এবং

(৪) প্রসপেক্টিং লাইসেন্স বা খনির ইজারা মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হননি, যেমনটি হতে পারে, রিকনেসান্স পারমিট বা প্রসপেক্টিং লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে, যেমনটি হতে পারে, বা আরও কিছু সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক বাড়ানো যেতে পারে এমন সময়কাল ছয় মাসের বেশি নয়;

৮ সংক্ষেপে, 'সংশোধনী আইন, ২০১৫'।

(গ) যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার খনির ইজারা প্রদানের জন্য ধারা ৫-এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে যোগাযোগ করেছে, অথবা যদি রাজ্য সরকার কর্তৃক একটি ইন্টেন্টের চিঠি (যে নামেই ডাকা হোক না কেন) জারি করা হয়েছে খনি ইজারা মঞ্জুর করুন, খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০১৫ শুরু হওয়ার আগে, খনির ইজারা দেওয়া হবে পূর্ববর্তী অনুমোদনের শর্তগুলি পূরণ করার সাপেক্ষে বা দুই সময়ের মধ্যে অভিপ্রায়ের চিঠি উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখ থেকে বছর:

তবে শর্ত থাকে যে প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট করা কোনো খনিজ সম্পর্কে, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বের অনুমোদন ছাড়া এই উপ-ধারার ধারা (খ) এর অধীনে কোনো সম্ভাব্য লাইসেন্স বা খনির ইজারা দেওয়া হবে না।

৬. কনসেশন রুলস, ২০১৬-এর বিধি ৬১ বলে যে এস.ও-এর মাধ্যমে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ গৌণ খনিজ সহ গৌণ খনিজগুলির খনির ইজারার জন্য সমস্ত আবেদন। নং ৪২৩ (ই) তারিখ ১২.০২.২০১৫ রেয়াত বিধি, ২০১৬ কার্যকর করার পূর্বে প্রাপ্ত, তার মুলতুবি থাকা সময়কাল নির্বিশেষে অযোগ্য হয়ে যাবে। অন্য কথায়, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিবেচনা করা হয় না। বিধানটি একটি ব্যতিক্রম করে এবং বলে যে যদি একজন আবেদনকারী, যিনি ২৯.০৭.২০১৬ এর আগে একটি আবেদন করেছিলেন, তাকে একটি অনুদান আদেশ বা একটি লেটার অফ ইনটেন্ট, বা আবেদনকারীর অবস্থানের পরিবর্তনের প্রয়োজন অন্য কোনো আদেশ জারি করা হয়, খনির জন্য তার আবেদন সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যথাযথ সম্মতির পরে ইজারা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রশ্ন হল উত্তরদাতাদের মামলা রেয়াত বিধিমালা, ২০১৬-এর বিধি ৬১-এর শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দ্বারা আচ্ছাদিত কিনা। আমরা ইতিমধ্যেই কনসেশন বিধিগুলি নিয়ে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া যুক্তি উল্লেখ করেছি, ২০১৬ , এবং ফলাফলগুলি উদ্ধৃত করতে চাই যা ধরে যে বিধানটি বর্তমান মামলার ঘটনাগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে না। এই পর্যবেক্ষণগুলি পড়ুন:

" ২৫. .... এই ধরনের সাম্প্রতিক নীতি বা পশ্চিমবঙ্গ মাইনর মিনারেল কনসেশন রুলস, ২০১৬-এর বিধানগুলি মার্চ, ১৯৯৮-এ করা রিট পিটিশনকারীদের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না এবং আরও কিছু যুগ্ম সচিবের আদেশ অনুসারে অনুদান ইজারা তারিখ ১৩ ই অক্টোবর,

৯ ২৯.০৭.২০১৬ তারিখে কনসেশন রুলস, ২০১৬ কার্যকর হয়েছে

২০০৬ এবং এই আদালতের নির্দেশে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা মঞ্জুর করার জন্য ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এই ধরনের নীতিমালার পূর্বে এবং উল্লিখিত বিধিগুলি কার্যকর হওয়ার আগে। এটি আরও প্রতীয়মান হয় যে পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় খনির পরিকল্পনাটি রিট পিটিশনকারীদের দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে এবং আপীলকারী/রাষ্ট্র তার বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি। "

৭. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নীতিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কর্তৃক জারি করা ০২.০২.২০১৮ তারিখের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে এটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে একটি খনির উদ্দেশ্যে একটি রূপান্তর শংসাপত্র প্রাপ্ত করা একটি বাধ্যতামূলক শর্ত। ইজারা ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশের অপ্রীতিকর রায়ের রেফারেন্স, বা সেই বিষয়ে, ২৬.১০.২০০৬ তারিখের উদ্দেশ্য চিঠি অসঙ্গত কারণ উল্লিখিত আদেশগুলি ০৩.১২.২০১০ তারিখে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং প্রত্যাহার করা হয়েছিল৷ আদেশ টিকেনি এবং তারপরে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ২০০৩ সালের রিট পিটিশন নং ৭৫০৫ (ডব্লিউ) প্রাক্তন-পক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, এটি লক্ষ্য না করে যে ১৩.১০.২০০৬ তারিখের আদেশটি প্রত্যাহার বা বাতিল করা হয়েছে, যদিও রায় নির্দেশ দিয়েছে যে ইজারা দেওয়ার আবেদনটি বিবেচনা করা হবে আইন এবং বিধি বিবেচনার সময় প্রযোজ্য। ০৩.১২.২০১০ তারিখের আদেশটি উত্তরদাতা নং ১ –দ্বারা কখনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি৷ শরবশ্রী বাগানডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সর্বোপরি, উত্তরদাতার মামলা নং-১- শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাগানডিহের দাবি, ০৬.০৩.১৯৯৮ তারিখের আবেদনটি আইন অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে।

৮. উত্তরদাতা নং ১ শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প **ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম উড়িষ্যা রাজ্য এবং অন্য একটিএই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছে।** উল্লিখিত ক্ষেত্রে, পূর্বসূরি-আবেদনের স্বার্থে সেখানে লৌহ আকরিক খনির জন্য ওড়িশা রাজ্যের কাছে ইজারা দেওয়ার জন্য একটি আবেদন করেছিলেন ১২৫০ একর জমিতে **শরবশ্রীভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল** লিমিটেডের সম্বলপুর জেলায় একটি স্টিল প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রস্তাবকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল হাইকোর্টে একটি রিট আবেদনে, যা খারিজ হয়ে যায়, কিন্তু ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিলের ১৪.০৩.২০১২ তারিখের রায়ের মাধ্যমে এই আদালতের সামনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপিল অনুমোদিত হয়েছিল

১০ (২০১৭) ২ এস সি সি ১২৫।

০৯.০২.২০১৬ তারিখের রাজ্য সরকারের আদেশ, নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী সহ:

" ৪১. উপরোক্ত আলোকে, হাইকোর্ট ভুল করেছে যে এটি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে না যে আপীলকারীদেরকে সরকারের সাথে একটি নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, পূর্বের এমওইউটি বহাল থাকার সময়। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই খনিজ ছাড় বিধি, ১৯৬০ এর বিধি ৫৯ (২) এর অধীনে শিথিল করে অন্যদের পক্ষে বরাদ্দ করেছে, আপীলকারীদেরও সেই বিশেষাধিকার অস্বীকার করার জন্য রাজ্যের পক্ষ থেকে কোনও উপযুক্ত কারণ তৈরি করা হয়নি। তদনুসারে, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং উড়িষ্যার হাইকোর্টের রায় ও আদেশ এবং ৯-২-২০০৬ তারিখের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকেও স্থগিত করি, খনির ইজারা দেওয়ার জন্য আপিলকারীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করি।

৪২. শুনানির সময়, আমাদের জানানো হয়েছে যে ঠাকুরানী ব্লক ক-তে লোহার আকরিকের বিশাল মজুদ রয়েছে, যেখানে আপিলকারীদেরও স্থান দেওয়া যেতে পারে। আমরা, সেই অনুযায়ী, উড়িষ্যা রাজ্যকে ১৫-৫-২০০২ তারিখের এমওই-এর শর্তাবলী অনুযায়ী কাজ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিই, পাশাপাশি পর্যাপ্ত লৌহ আকরিক মজুদ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপিলকারীদের মামলার সুপারিশ করার পূর্বের প্রতিশ্রুতিও লাপাঙ্গায় তাদের স্টিল প্ল্যান্টে আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে। "

৯. তারপরে ওড়িশা রাজ্য **ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম উড়িষ্যা রাজ্য এবং অন্য**[১২] (সুপ্রা) রায়ের পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদন দাখিল করে যা ১১.০৯.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১০. ১৪.০৩.২০১২ তারিখের রায়ের অ-সম্মতি এবং ইন-অ্যাকশনের অভিযোগ করে, শরবশ্রীভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড কর্তৃক একটি অবমাননার আবেদন করা হয়েছিল। অবমাননার পিটিশনটি ওড়িশা রাজ্যের দ্বারা বিভিন্ন কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে যে ১৪.০৩.২০১২ তারিখের রায়টি কার্যকর করতে অক্ষম, যার জন্য সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন ওরেস লিমিটেড বনাম এই আদালতের পরবর্তী রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। কর্ণাটক রাজ্য[১৩] এই আদালতের পক্ষে ছিল না এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের ১৪.০৩.২০১২ তারিখের রায়ের অবমাননা করা হয়েছে।

১১ (২০১২) ৪ এস সি সি ২৪৬ ।

১২ (২০১২) ৪ এস সি সি ২৪৬ ।

১৩ (২০১০) ১৩ এস সি সি ১ ।

ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বনাম রাজেশ ভার্মা[১৪] ২২.০৪.২০১৪ তারিখের রায়ের মাধ্যমে। এই পরিস্থিতিতে, ২২.০৪.২০১৪ তারিখের রায় রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পাঠানোর জন্য আরও একটি সুযোগ দিয়েছে যাতে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে এই আদালত পক্ষগুলির মধ্যে একটি রায়ের বিষয়টিকে হারাতে পারে না, যা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তদনুসারে, **সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন ওরেস লিমিটেড** (সুপ্রা) এ আদালতের রায় ১৪.০৩.২০১২ তারিখের রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবে না বলে বিতর্কটি খারিজ করা হয়েছিল। ২২.০৪.২০১৪ তারিখের রায়ে প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ পড়ুন:

> " ২১. আমরা এই সত্যটি হারাতে পারি না যে একটি রায় আছে, আন্তঃপক্ষীয়, যা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এমনকি যখন দেওয়ানী আপিলের শুনানি চলছিল, তখনও কিছু অন্যান্য পক্ষ এই জমিগুলিতে তাদের আগ্রহের দাবি করে হস্তক্ষেপের আবেদন করেছিল যা খারিজ করা হয়েছিল। সেই সময়েও উল্লেখ করা হয়েছিল যে ১৯৫ জন আবেদনকারী রয়েছে, তবে এই আদালত উভয় ক্ষেত্রেই খনি ইজারার জন্য আবেদনকারীদের মামলার সুপারিশ করার জন্য দৃঢ় নির্দেশ জারি করেছে রায়ে প্রদত্ত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশাবলী, যা শুধুমাত্র সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ মামলায় এই আদালত কর্তৃক অন্য একটি রায় প্রদান করা হয়েছে, তা ১৪-৩-২০১২ তারিখের রায়ে উল্লেখিত নির্দেশাবলীকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কারণ হতে পারে না সান্দুরে ম্যাঙ্গানিজ উদ্বিগ্ন, যা অন্যান্য আবেদনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে যা এখনও মুলতুবি রয়েছে, তবে যে আবেদনকারীর অধিকার তার পক্ষে রায়ের দ্বারা স্ফটিক হয়ে গেছে তার জন্য চাপানো যাবে না। আবার খোলা যাবে না, তাও ওই রায় বাস্তবায়নের পর্যায়ে।

২২.... *একবার আমরা ধরে নিই যে উত্তরদাতারা ১৪-৩-২০১২ তারিখের রায়ে উল্লেখিত নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য, রাজ্য সরকার যতদূর উদ্বিগ্ন, সেগুলি মেনে চলতে বাধ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনার সাথে এই জাতীয় বিষয়গুলিও করতে পারে রাজ্য সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রজ্ঞার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।*

১৪ (২০১৪) ৫ এস সি সি ৫৫১ ।

XXXXXX

২৪ ..... যাইহোক, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে তাদের অবমাননা দূর করার একটি চূড়ান্ত সুযোগ দিচ্ছি। এই সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে বিবেচনা করা হবে। যদি এই আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে সুপারিশ পাঠানো হয়, তাহলে আমরা আর কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার প্রস্তাব দিই এবং বিবাদীদের/বিবাদীরা এই অবমাননার আবেদন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবেন। যাইহোক, যদি উত্তরদাতারা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শুদ্ধ না করেন, তাহলে আবেদনকারীদের জন্য উপযুক্ত আবেদনের মাধ্যমে এই আদালতে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। "

(জোর সরবরাহ করা হয়েছে)

১১ ২২.০৪.২০১৪ তারিখের নির্দেশের ফলস্বরূপ, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের কাছে প্রশ্নযুক্ত এলাকার খনির ইজারা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ পাঠিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এই অবস্থান নিয়েছে যে এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর সংশোধনীগুলিকে বিবেচনা করে, সংশোধনী আইন, ২০১৫ ধারা ১০-এ প্রবর্তন করে, শরবশ্রীভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেডের করা অনুরোধটি অবৈধ হয়ে গেছে। পূর্বোক্ত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখেছিল, যার একটি অনুলিপি শরবশ্রীভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেডকে পাঠানো হয়েছিল। ১৩.০৫.২০১৫ তারিখের চিঠিতে, কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল যে খনিজ ছাড় দেওয়ার জন্য পূর্বানুমোদনের প্রস্তাবটি এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭ এর ধারা ১০ - এ থেকে উপ-ধারা (১) এর শর্তে অযোগ্য ছিল। অতএব, বন্ধ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। যাইহোক, রাজ্য সরকার এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১০-ক-এর অধীনে প্রস্তাবটি অযোগ্যতা থেকে নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করতে পারে এবং তারপরে রাজ্য সরকার সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ২৯.০৫.২০১৫ তারিখের চিঠিতেও একই মত প্রকাশ করেছে। এই যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে, রাজ্য সরকার ০৯.০৭.২০১৫ তারিখের চিঠির মাধ্যমে শরবশ্রীভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেডকে জানিয়েছিল যে খনির ইজারা দেওয়ার জন্য তাদের আবেদনগুলি উপ-ধারা (১) থেকে ১০-ক-এর ধারা অনুযায়ী অযোগ্য হয়ে গেছে। এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭।

১২. এই আদালত **শরবশ্রী ভূষণ স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের**[১৫] (সুপ্রা), বিশেষভাবে বিতর্কটি পরীক্ষা করেছে যে উল্লিখিত মামলার তথ্য, ধারা (গ) থেকে উপ-ধারা (২) থেকে এমএমডিআর আইনের ধারা ১০ - এ পর্যন্ত রয়েছে কিনা। , শরবশ্রী ভূষণ স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের উত্থাপিত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ আহ্বান করা যেতে পারে যে রাজ্য সরকার খনির ইজারা দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্য চিঠি জারি করেছিল এবং তাই তাদের আবেদন সুরক্ষিত রয়েছে। দাখিলটি ছিল যে ২৪.০৫.২০১৪ তারিখের সুপারিশটি, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত "যে নামেই ডাকা হোক না কেন" একটি লেটার অফ ইনটেন্ট হিসাবে গণ্য করা উচিত, কারণ এটি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট হিসাবে খনির ইজারা দেওয়ার অভিপ্রায়কে নির্দেশ করে। এছাড়াও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এমএমডিআর অ্যাক্ট, ১৯৫৭-এর ধারা ১০-ক-এর অধীনে থাকা নতুন ব্যবস্থার অধীনে, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনেরও প্রয়োজন ছিল না এবং রাজ্য সরকার আরও এগিয়ে যেতে পারত এবং লিজ মঞ্জুর করতে পারত।

১৩. **শরবশ্রী ভূষণ স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের** (সুপ্রা) মামলায় এই আদালতের ১৪.০৩.২০১২ তারিখের পূর্বের রায় এবং ২২.০৪ তারিখের অবমাননার আবেদনে আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি এই আদালতের পক্ষে পাওয়া যায়নি। .২০১৪ এর মধ্যে পর্যবেক্ষণের সাথে যে নির্দেশাবলী মেনে চলতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ছিল। এই আদালত **শরবশ্রী ভূষণ স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড** (সুপ্রা) এর দাখিলগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"১৭. নিঃসন্দেহে, ধারা ১০-ক-এর উপ-ধারা (১) অনুসারে, সংশোধনী আইন, ২০১৫ কার্যকর হওয়ার আগে প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন অযোগ্য হয়ে যাবে। এই ধরনের বিধান ব্যাখ্যা করার জন্য কারণ অনুসন্ধান করা দূরে নয়. সংশোধনী আইন, ২০১৫ পাশ হওয়ার আগে, প্রধান খনিজ খনির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। তৎকালীন বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসারে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে খনির ইজারা দেওয়ার জন্য যে কোনও আবেদনকারীর জমা দেওয়া আবেদনের সুপারিশ করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুমোদন দেওয়ার বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে, ইজারা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের "আগের অনুমোদন" অপরিহার্য ছিল, যা ছাড়া রাজ্য সরকার প্রবেশ করতে পারত না।

১৫ (২০১২) ৪ এস সি সি ২৪৬ ।

আবেদনকারীর সাথে এই ধরনের কোনো ইজারা চুক্তিতে সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া আদালতের রায়ে এই পদ্ধতির ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা গেছে। [(২০১২) ৩এস সি সি ১] (সংক্ষিপ্ত " সি পি ই এল কেস " এর জন্য) এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও , ২০১২ সালের বিশেষ রেফারেন্স নং ১ [প্রাকৃতিক সম্পদ বরাদ্দ , পুনরায় , বিশেষ রেফারেন্স নং ১ ২০১২ , (২০১২) ১০ এস সি সি ১]। এসব রায়ে এই আদালত ব্যক্ত করেছেন যে প্রাকৃতিক সম্পদের বরাদ্দ সাধারণত নিলামের মাধ্যমে হওয়া উচিত। CPIL মামলার রায়টি খনিজ ছাড়ের মঞ্জুরির সাথে সরাসরি প্রাসঙ্গিক ছিল কারণ সরকার দেখেছে যে এটি বহুমুখী মামলার ফলস্বরূপ যা বিপরীতমুখী হয়ে উঠছে। খনি অধ্যাদেশ, ২০১৫ ১২-১-২০১৫ তারিখে পাস করা হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যখন সংসদ সংশোধনী আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করে।

১৮ বিষয় এবং কারণগুলির বিস্তৃত বিবৃতি প্রকাশ করে যে আইনের ব্যাপক সংশোধনীটি কয়লা ও ইস্পাত সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দ্বারা ব্যাপক আলোচনা এবং নিবিড় যাচাই-বাছাইয়ের পরে কার্যকর করা হয়েছিল, যারা মে ২০১৩ সালে তাদের প্রতিবেদন দিয়েছিল। বিবৃতি থেকে স্পষ্ট যে অসুবিধাগুলি অভিজ্ঞ ছিলেন কারণ বিদ্যমান আইন খনিজ ছাড় নিলামের অনুমতি দেয় না। দেখা গেছে যে খনিজ ছাড় নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে; সরকার খনিজ সম্পদের মূল্যের বর্ধিত অংশ পাবে; এবং এটি প্রক্রিয়াগত বিলম্ব কমিয়ে দেবে, যার ফলশ্রুতিতে মন্থরতা রোধ হবে যা খনির খাতের বৃদ্ধিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে।

১৯ সংশোধনী আইন, ২০১৫, বস্তুগুলি থেকে স্পষ্ট, এর লক্ষ্য হল: (১) বিচক্ষণতা দূর করা; (২) খনিজ সম্পদ বরাদ্দে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা; (৩) পদ্ধতি সরলীকরণ; (৪) প্রশাসনে বিলম্ব দূর করা, যাতে দেশের খনিজ সম্পদের দ্রুত ও সর্বোত্তম উন্নয়ন সম্ভব হয়; (৫) সরকারের জন্য খনিজ সম্পদের মূল্যের বর্ধিত অংশ প্রাপ্তি; এবং (৬) বেসরকারী বিনিয়োগ এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আকৃষ্ট করা।

২০ সংশোধনী আইন, ২০১৫ ধারা ৩, ৪,৪ - ক, ৫, ৬, ১৩, ১৫, ২১ এবং প্রথম তফসিলের সংশোধনীতে সূচনা করেছে; ধারা ৮, ১১ এবং ১৩ এর জন্য নতুন বিভাগগুলির প্রতিস্থাপন; এবং , নতুন ধারা ৮ - ক , ৯ - খ , সন্নিবেশ করান

৯ - গ , ১০ - ক , ১০ - গ , ১১ -খ , ১১ - গ , ১২ - ক , ১৫ - ক , ১৭ - ক , ২০ - ক , ৩০ - খ , ৩০ - গ এবং চতুর্থ তফসিল।

২১. এই সংশোধনীগুলি প্রচলিত হয়েছে: (১) বরাদ্দের একমাত্র পদ্ধতি হতে নিলাম; (২) বিদ্যমান ইজারার মেয়াদ তাদের শেষ নবায়নের তারিখ থেকে ৩১-৩-২০৩০ পর্যন্ত (বন্দী খনির ক্ষেত্রে) এবং ৩১-৩-২০২০ পর্যন্ত (বণিক খনি শ্রমিকদের জন্য) বা ইতিমধ্যে নবায়ন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো। মঞ্জুর করা হয়েছে, যদি থাকে, বা এই ধরনের ইজারা দেওয়ার তারিখ থেকে ৫০ বছর সময়কাল; (৩) খনি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জেলা খনিজ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা; (৪) একটি জাতীয় খনিজ অনুসন্ধান ট্রাস্ট স্থাপন করা যা খনির ইজারাধারীদের অবদান থেকে তৈরি করা হয়েছে, যাতে অনুসন্ধান এবং বিনিয়োগকে উত্সাহিত করার জন্য একটি নিবেদিত তহবিল থাকে; (৫) লৌহ আকরিক, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলির ক্ষেত্রে খনিজ ছাড় দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে "আগের অনুমোদন" প্রয়োজন এমন বিধানগুলি সরানো যার ফলে প্রক্রিয়াটিকে সহজ এবং দ্রুততর করা হবে; (৬) অবৈধ খনন রোধে কঠোর শাস্তিমূলক বিধান প্রবর্তন, যাতে প্রতি হেক্টরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উচ্চতর জরিমানা এবং ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়; এবং (৭) আইনের অধীনে অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের জন্য রাজ্য সরকারকে আরও ক্ষমতা দেওয়া। "

১৪. এইভাবে, সংশোধনী আইন, ২০১৫ এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হল নিলামের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিত করা। এই কারণেই এম এম দি আর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১০-ক থেকে উপ-ধারা (১) আদেশ দেয় যে ১২.০১.২০১৫-এর আগে প্রাপ্ত সমস্ত আবেদন অযোগ্য হয়ে যাবে। ব্যতিক্রম বা সঞ্চয় ধারাটি এম এম দি আর আইনের ধারা ১০-ক থেকে উপ-ধারা (২) তে উল্লেখ করা তিন ধরনের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। ১৯৫৭. প্রথম বিভাগটি হল যেখানে এমএমডিআর আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১১ - ক-এর অধীনে একটি আবেদন গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগটি হল যেখানে পারমিট ধারক বা লাইসেন্সধারীকে রিকনেসান্স পারমিট বা একটি প্রসপেক্টিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। একটি সম্ভাব্য লাইসেন্সের পরে একটি খনির ইজারা দেওয়া হয় এবং রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট যে পারমিট ধারক বা লাইসেন্সধারী উপ-ধারা (২) এর উপ-ধারা (১) থেকে (৪) ধারায় উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলেন এমএমডিআর অ্যাক্ট, ১৯৫৭ এর ধারা ১০ - ক পর্যন্ত। এই শ্রেণীর মামলাগুলিকে রক্ষা করার কারণ হল যে তারা অর্থ ব্যয় করে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিল।

রিকনেসান্স অপারেশন বা প্রসপেক্টিং অপারেশনের উপর। তদনুসারে, বৈধ প্রত্যাশার নীতি প্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় বিভাগ হল যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই তাদের পূর্ববর্তী অনুমোদনের কথা জানিয়েছিল বা সংশোধনী আইন ২০১৫ কার্যকর হওয়ার আগে রাজ্য সরকার খনির ইজারা দেওয়ার জন্য অভিপ্রায় পত্র জারি করেছিল। সমস্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইজারা কার্যকর করা বাকি থাকার কারণে এই আবেদনকারীদের কাছে অধিকার জমা হয়েছিল৷

১৫ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ২২.০৫.২০১৪ তারিখের অনুমোদনের জন্য চিঠিটি যে নামেই হোক না কেন, কোন অভিব্যক্তি, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল, তার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত 'যে নামেই ডাকা হোক না কেন' শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে গভীরভাবে এবং বিশদভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। যে পক্ষগুলি চুক্তি করতে চায় বা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য একসাথে যোগদান করতে চায় তাদের মধ্যে প্রাথমিক বোঝাপড়া হিসাবে 'লেটার অফ ইনটেন্ট' শব্দটির অর্থের জন্য আইনি অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল। ঋষি কিরণ লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এই আদালতের সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ করা হয়েছিল। **কান্ডলা পোর্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্যদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ** [১৬] **এবং রাজস্থান কো-অপারেটিভ ডেইরি ফেডারেশন লিমিটেড বনাম মহা লক্ষ্মী মিনগ্রেট মার্কেটিং সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য**[১৭] যাইহোক, এই বিবাদটি অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নরূপ ধরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল:

> " ২৬. উপরোক্ত অর্থ প্রয়োগ করে, এটা কি বলা যেতে পারে যে রাজ্য সরকারের ২৪-৫-২০১৪ তারিখের চিঠিটি উদ্দেশ্যমূলক চিঠি গঠন করবে? আমরা ভয় পাচ্ছি, উত্তরটি নেতিবাচক হতে হবে। কারণটি সহজ। উপরে উল্লিখিত হিসাবে প্রত্যাশিত লাইসেন্সধারীর সাথে রাজ্য সরকারকে কোনো ইজারা চুক্তি/চুক্তিতে প্রবেশ করতে সক্ষম করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের "আগের অনুমোদন" অপরিহার্য ছিল। এই ধরনের অনুমোদন না আসা পর্যন্ত, রাজ্য সরকার সম্ভাব্য লাইসেন্সধারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে না/ কোনো চুক্তিতে প্রবেশ করার তার অভিপ্রায় ইজারাদারকে জানাতে পারে না কারণ পূর্বশর্ত পূর্ব অনুমোদনের অভাব হবে। অতএব, ভবিষ্যতে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশকারী কোনো আবেদনকারীকে রাজ্য সরকার কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

১৬ (২০১৫) ১৩ এস সি সি ২৩৩ ।

১৭ (১৯৯৬) ১০ এস সি সি ৪০৫।

২৪-৫-২০১৪ তারিখের চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বে অনুমোদন পাওয়ার পর জারি করা হলে ভিন্ন ছিল। তবে, ব্যাপারটা তেমন নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই চিঠিটি কেবলমাত্র সুপারিশমূলক প্রকৃতির ছিল এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোনও বহিরাগত কারণ বা দোষের কারণে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে বা আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময় প্রাসঙ্গিক কারণ/বস্তু বিবেচনা না করে তবে এটি আলাদা বিষয়, যা পদক্ষেপের একটি ভিন্ন কারণ তৈরি করতে পারে এবং একটি কারণ হতে পারে। এই ধরনের একটি পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করার জন্য আইনে উপলব্ধ কারণের ভিত্তিতে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করুন। তবে, আমরা তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি না। আমাদের আলোচনা আমাদের সামনে উত্থাপিত আবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ২৪-৫-২০১৪ তারিখের চিঠিটিকে "অভিপ্রায় পত্র" বলা যেতে পারে কিনা। উপরে উল্লিখিত কারণে, আমরা মনে করি যে এটি উদ্দেশ্যমূলক চিঠি ছিল না। তাই আবেদনকারীর আবেদনটি আইনের ধারা ১০ - ক এর ধারা (গ) দ্বারা আচ্ছাদিত হবে না।

২৭. আমরা এই সত্যটি সম্পর্কে সচেতন যে এখানে আবেদনকারী মূলত আপীলে সফল হয়েছিল কারণ ১৪-৩-২০১২ তারিখের রায় রাজ্য সরকারকে আবেদনকারীর মামলার সুপারিশ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল, এমওইউতে প্রবেশ করা শর্তে দলগুলোর মধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এটি করা হয়নি এবং *ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বনাম রাজেশ ভার্মা* ২২-৪-২০১৪ তারিখের আদেশে সিদ্ধান্তটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল। [. এটা সম্ভব যে রাজ্য সরকার যদি দ্রুত কাজ করত এবং সুপারিশগুলি আগে পাঠিয়ে দিত, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তার অনুমোদন দিতে পারত। তবে তা করা যেত কি না তা অনুমানের রাজ্যে থাকবে। যতদূর কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন, এই আদালত কখনই কোনও নির্দেশনা দেয়নি। বিপরীতে, ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বনাম রাজেশ ভার্মা ২২-৪-২০১৪ তারিখের আদেশে এটি স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সুপারিশগুলিকে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং আইন অনুসারে বিবেচনা করা কেন্দ্রীয় সরকারের হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার তা না করে থাকে, তাহলে তা বর্তমান অবমাননার আবেদনের বিষয় হতে পারে না। "

১৬. পূর্বোক্ত রায়টি আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক, যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে, পোস্ট বিজ্ঞপ্তি নং এস.ও. ৪২৩ (ই) তারিখ ১০.০২.২০১৫ , ডলোমাইট

একটি গৌণ খনিজ হিসাবে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল এবং তাই, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না এই কারণে যে ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি আদেশটি পূর্ব শর্তগুলির সাথে বোঝাপড়া করা হয়েছিল, যার মধ্যে জমির মালিকদের সম্মতি পত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রশ্ন (রায়ত) ইজারা দলিল সম্পাদনের পূর্বে, অথবা একটি শর্ত ছিল যে এই প্রভাবের জন্য একটি শর্ত খসড়া ইজারাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অতএব, আমাদের মতে, ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি আদেশটি অস্থায়ী, এবং এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে। এটি ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের অনুদান আদেশের শর্তাবলী থেকে স্পষ্ট, যা নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে:

,,

XX XX XX

(ক) আপনাকে খনিজ ছাড় বিধিমালা, ১৯৬০-এ নির্ধারিত মডেল ফর্মে একটি খসড়া খনি ইজারা দলিল উপস্থাপন করতে হবে, যা সংশোধন করা হয়েছে (এম সি রুলেস, ১৯৬০ এর ১ নিয়ম ৩১),

(খ) খসড়া খনি ইজারা দলিলটি টেকসই কাগজে সুন্দরভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং অনুমতি দেওয়ার জন্য দুটি লাইনের মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে, প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে,

(গ) ইজারার দলিল, সম্পাদনের পরে, আপনার নিজের খরচে আপনার দ্বারা নিবন্ধিত হবে এবং দলিল নিবন্ধনের আগে কোনও খনির কাজ শুরু করা উচিত নয়,

(d) আপনাকে অনুমোদিত মাইনিং প্ল্যান প্রদান করতে হবে, যদি জমা না দেওয়া হয় তাহলে এম সি রুলেস, ১৯৬০ এর ২২(৪) এবং ২২ক,

(ঙ) এম১ই এফ এনভায়রনমেন্ট অফ প্রোটেকশন আইন, ১৯৮৬ থেকে জমা না দিলে আপনাকে এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স (ই সি) প্রদান করতে হবে,

(চ) আপনাকে সম্মতি প্রদান করতে হবে এবং ডাবলু বি পি সি বি থেকে কাজ করার জন্য সম্মতি প্রদান করতে হবে [ওয়াটার অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ২৫ এবং ২৬ এবং এয়ার অ্যাক্ট, ১৯৮১ এর ধারা ২১],

(ছ) আপনাকে অনুমোদিত খনি পরিকল্পনা [এম সি রুলেস, ১৯৬০ এর নিয়ম ২২A এবং ৪৫ (আই এ)] অনুযায়ী প্রতি বছর ন্যূনতম পরিমাণ খনিজ সংগ্রহ করতে হবে,

(জ) আপনাকে টাকা জমা দিতে হবে। ১০,০০০ টাকা / (দশ হাজার টাকা) শুধুমাত্র ইজারার শর্তাবলী যথাযথ পালনের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে,

উপযুক্ত অ্যাকাউন্ট হেডের অধীনে যা ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপনার কাছে ফেরতযোগ্য হবে, যদি না সরকারের বকেয়া অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিফল্ট সহ আপনার অংশে কোনো খেলাপির জন্য সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ বা একটি অংশ আটকে রাখা বা বাজেয়াপ্ত করা হয়। [এমসি রুলস, ১৯৬০ এর বিধি ৩২],

(ঝ) ইজারা দলিল (রায়তদের সম্মতি) সম্পাদনের আগে আপনাকে বিবেচনাধীন জমির মালিকের (গুলি) সম্মতিপত্র (গুলি) জমা দিতে হবে বা খসড়া দলিলের মধ্যে একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (নিয়ম ২২ (৩) (আই) (১টি) ,

(এও) আপনাকে এন.ও.সি প্রদান করতে হবে , যথাযথ বিন্যাসে বন কর্তৃপক্ষের যদি প্রয়োগকৃত এলাকাটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে, তবে খসড়া ইজারা দলিলের সাথে বা সেই শর্তের সাথে খসড়া দলিল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত [বন সংরক্ষণ আইনের ধারা ২ , ১৯৮০] ,

(টি) খনন বা খননের প্রকৃত অপারেশনের জন্য, সংলগ্ন ১টি প্লট বা প্লটের বাইরের সীমানা থেকে দশ (১০) গজ পরিষ্কার মার্জিন রাখতে হবে এবং পুরো অপারেশন জুড়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং সেই জন্য আপনাকে একটি লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে বা খসড়া ইজারা দলিল এ কর্পোরেট একটি শর্ত,

(ঠ) আপনাকে এম.সি-তে উল্লিখিত সমস্ত শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিধি, ১৯৬০ খসড়া ইজারা দলিল,

(ড) দলিল সম্পাদনের আগে আপনাকে আপ টু ডেট রয়্যালটি ক্লিয়ারেন্স, ইনকাম ট্যাক ক্লিয়ারেন্স এবং ভ্যাট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে,

(ঢ) আপনাকে জমা দিতে হবে, খসড়া দলিল সহ, দি এল এবং এল আর ও এবং দি এম এন, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা যথাযথভাবে যাচাই করা একটি জিও-রেফারেন্স ম্যাপ, যদি জমা না দেওয়া হয়,

(ণ) আপনি ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ১৪ম এর অধীনে প্রয়োজনীয় জমি ধারণ করার জন্য অনুমতি পেয়েছেন,

(ত) আপনাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমির প্লটের জন্য রূপান্তর সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে (ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৪গ) ,

(থ) আপনাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বর্তমান ভূমি প্রাপ্যতা প্রতিবেদন (এল এ আর) প্রদান করতে হবে।

(দ) উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলিল সম্পাদন না করা হলে ইজারা মঞ্জুর করার আদেশ প্রত্যাহার করা হবে,

(ধ) এই বিভাগে সম্পাদনের ইজারা সংক্রান্ত দলিল উপস্থাপন করার আগে আপনাকে সমস্ত বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে হবে,

(ন) এই মঞ্জুরি আদেশ এবং পরবর্তীতে ইজারা দলিল সম্পাদন এই বিভাগ কর্তৃক সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অনাপত্তি শংসাপত্রের (এনওসি) সাপেক্ষে। ভারতের যেহেতু আবেদনকারী এই ভিত্তিতে খনির ইজারা দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে মাননীয় হাইকোর্টের ১০.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশের সময় খনিজ ডলোমাইটের জন্য উদ্দেশ্য চিঠি জারি করা হয়েছিল যা একটি প্রধান খনিজ ছিল।

XX XX XX"

১৭ রায়ত জমি চাষাবাদ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করতে হবে, খনির জন্য নয়। একবার খনির কার্যক্রম শুরু হলে রায়তরা জমি ব্যবহার করতে পারবে না। ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ২-এর উপ-ধারা (১০) এর পরিপ্রেক্ষিতে, রায়ত বলতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যে কোনো উদ্দেশ্যে জমি ধারণ করে। যাইহোক, ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৪ থেকে উপ-ধারা (২ক) অনুসারে জমির ক্ষেত্রে রায়তের অধিকার অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার হোল্ডিং থেকে বালি উত্তোলন, খনন বা ব্যবহারের অনুমতি দেয় না বা কোনো ব্যক্তিকে অনুমতি দেয় না। রাজ্য সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া ইট বা টাইলস তৈরির জন্য তার হোল্ডিং এর মাটি বা কাদামাটি খনন করা বা ব্যবহার করা। শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, রায়তকে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং সুযোগ দেওয়ার পরে, আর্থিক জরিমানা ধার্য করতে পারেন৷ তদুপরি, একটি আদেশ গৃহীত হলে, জমিটি সমস্ত দায়মুক্তি থেকে রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হবে৷ ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৪ - খ স্থির করে যে প্রতিটি রায়ত যে কোনো জমির অধিকারী এমনভাবে জমির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করবে যাতে এলাকাটি হ্রাস না পায় বা এর চরিত্র পরিবর্তন না হয় বা জমিটি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত না হয়। লিখিতভাবে কালেক্টরের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত যে উদ্দেশ্যে এটি নিষ্পত্তি বা পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৩ক, যা বলে যে সমস্ত অ-কৃষি ভাড়াটে এবং নিম্ন-ভাড়াটেদের অধিকার এবং স্বার্থ রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যস্ত থাকবে সমস্ত দায়বদ্ধতা এবং ধারা ৫ এবং ৫ক এর বিধানগুলি থেকে মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ প্রযোজ্য হবে। উপ-বিভাগ দ্বারা একটি ব্যতিক্রম খোদাই করা হয়েছে

(২) ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর ধারা ৩ ক থেকে, যেখানে একজন অ-কৃষি ভাড়াটিয়া বা নিম্ন-ভাড়াটি কোনো জমির খাস দখলে আছে, সেক্ষেত্রে তিনি রায়ত হিসাবে জমিটি ধরে রাখার অধিকারী। রায়ত কর্তৃক জমি হস্তান্তরযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধানও রয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ জমিতে চাষাবাদ করা না হলে শ্রেণীবিভাগে পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৮ ডাব্লুবিএলআর আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৪ - সি সম্পর্কিত বিতর্কটি শুধুমাত্র ডেপুটি জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসার দ্বারা জারি করা মেমো নং ভি/আর টি আই/৭৭৫/১৫ তারিখের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। পুরুলিয়া, রাজস্ব নথি অনুযায়ী জমিটি 'ডুংরি' হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। কারণ রায়তের জমি খনির জন্য নয়। সুতরাং, রায়ত জমি প্রদান এবং 'ডুংরি' হিসাবে একই জমির শ্রেণীবিভাগ পরস্পরবিরোধী বলে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

১৯ আরও, উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী প্রাপ্ত প্রশ্নবিদ্ধ জমির মালিকদের সম্মতিপত্র (রায়ত) কিনা। চিরঞ্জিলাল (খনিজ) বাগান্দিহের শিল্পগুলি এখনও ভাল ধারণ করে, প্রাসঙ্গিক হবে কারণ হস্তান্তর, উত্তরাধিকার ইত্যাদির কারণে হাত বদল হতে পারে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে আইনি সমস্যা। প্রথমে উত্তরদাতা কিনা ১ নং- শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পগুলি ১৬.০৭.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি আদেশ জারি হওয়ার পরে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছিল, কিন্তু ছাড় বিধি, ২০১৬ কার্যকর করার আগে, ছাড় বিধি, ২০১৬-এর বিধি ৬১-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য? এটির সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন এবং তারপরে একজন একাই রায় দিতে পারে এবং প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প রেয়াত বিধি, ২০১৬-এর বিধি ৬১-এর বিধানের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। এটি যাচাই ও নিশ্চিত করা হয়নি। উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী বাগান্ডিহের চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্পগুলি আবেদনটি দাখিল করেছেন কিনা তা নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে। ১৯৯৮ সালে লি এখনও সেই সময়ের মতোই ভাল থাকবে, যখন আবেদন করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। আরেকটি অসুবিধা হল ডব্লিউবিএমডিটিসিএল একটি পক্ষ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়নি, যদিও এটি সর্বদা উত্তরদাতা নং ১ - শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগান্ডিহ দ্বারা করা দাবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। ডব্লিউবিএমডিটিসিএলের করা আবেদন বাতিল বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে, আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। যাইহোক, আমরা যে আদেশ এবং নির্দেশ জারি করছি তার আলোকে এই বিষয়গুলি পরীক্ষা করার দরকার নেই। উপরন্তু, আমরা মনে করি যে এই স্বতন্ত্র সময়ে রিমান্ড আদেশ পাস করা উচিত নয়।

২০ তাই বলে, এটি আপিলকারীদের অবস্থান - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, তারা প্রশ্নবিদ্ধ ২০.৮৭ একর জমির মালিক এবং এই পরিমাণে, খনির ইজারা কার্যকর করতে তাদের কোন অসুবিধা নেই। এটি বিবৃত অবস্থানের কারণে, যা আমাদের আগেও নিশ্চিত করা হয়েছে, উত্তরদাতা নং ১ – শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগাল্ডিহ উক্ত এলাকার জন্য খনির ইজারা প্রদানে কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

২১ আমাদের সামনে আর্গুমেন্ট চলাকালীন, আপীলকারীদের দ্বারা ডাবলু বি এল আর আইন, ১৯৫৫ এর বিধান এবং **থ্রেসিয়ামা জ্যাকব এবং অন্যান্য বনাম ভূতত্ত্ববিদ, খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং অন্যান্য**[১৮] এই আদালতের রায়ের উল্লেখ করা হয়েছিল। আমরা উল্লিখিত দিকগুলি পরীক্ষা করিনি যা খোলা রেখে দেওয়া হয়েছে এবং বিচার করা হয়নি। যাইহোক, আমরা এটি পর্যবেক্ষণ করা উপযুক্ত বলে মনে করি যে **থ্রেসিয়ামা জ্যাকব এবং অন্যান্য** (সুপ্রা) এ এই আদালতের রায় সংশোধনী আইন, ২০১৫ এবং ছাড় বিধি, ২০১৬ কার্যকর হওয়ার আগে। সংশোধনী আইন, ২০১৫ দ্বারা করা সংশোধনগুলি ছিল উল্লিখিত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিষয় নয় এবং আদালত এবং কর্তৃপক্ষকে বিচারের বাধ্যতামূলক অনুপাত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে একটি প্রদত্ত রায়ে বিবেচনা করা, ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করা আইনি বিধানের উপর নির্ভর করে। যখন আইনের সংশোধনী দ্বারা আইন পরিবর্তন হয়, তখন সংশোধিত আইনী বিধানগুলি বিবেচনা, ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করতে হবে।

তদনুসারে, এবং বিবৃত কারণগুলির জন্য, আমরা আংশিকভাবে বর্তমান আপিলের অনুমতি দিই এবং একটি নির্দেশনা সহ অপ্রকৃত রায়টিকে একপাশে রাখি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তরদাতা নং ১ - শরবশী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) শিল্প বাগাল্ডিহ পক্ষে ২০.৮৭ একর জমির জন্য একটি খনির ইজারা কার্যকর করবে। ২০১৬-এর রিট আবেদন নং ২০৩০৯ (ডাব্লু) উপরে নির্দেশিত পরিমাণে অনুমোদিত হিসাবে বিবেচিত হবে। উত্তরদাতার দাবি নং ১ – শরবশ্রী চিরঞ্জিলাল (খনিজ) বাগান্দিহের শিল্প খাতের ভারসাম্যের জন্য খনির ইজারা মঞ্জুর করলে তা প্রত্যাখ্যান ও বরখাস্ত বলে গণ্য হবে। বর্তমান মামলার বাস্তবতায়, খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ থাকবে না।

হেডনোট প্রস্তুত করেছেন:

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

অঙ্কিত জ্ঞান

১৮ (২০১৩) ৯ এস সি সি ৭২৫ ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।